BA CBCS POLITICAL SCIENCE HONOURS (3RD SEMESTER)

CC-7: Perspectives on International Relations and World History

Topic B: Theoretical Perspectives – Liberalism and Neo – Liberalism

BY : SHYAMASHREE ROY

লিবারেলিজম/উদারতাবাদ :আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্বের মধ্যে এমন একটি চিন্তার স্কুল যা তিনটি আন্তঃসম্পর্কিত নীতির আশেপাশে ঘুরে দেখা যায়: আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একমাত্র সম্ভাব্য ফলাফল হিসাবে ক্ষমতার রাজনীতির প্রত্যাখ্যান; এটি বাস্তবতাবাদের সুরক্ষা / যুদ্ধযুদ্ধের নীতিগুলিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে • এটি পারস্পরিক সুবিধা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করে • এটি রাষ্ট্রীয় পছন্দ এবং নীতিগত পছন্দগুলি গঠনের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বেসরকারী অভিনেতাদের প্রয়োগ করে . এই চিন্তাভাবনাটি এমন তিনটি বিষয়কে জোর দেয় যা রাজ্যের মধ্যে আরও বেশি সহযোগিতা এবং কম সংঘাতকে উত্সাহ দেয়: • জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি, যারা অহিংস উপায়ে বিরোধগুলি সমাধান করার জন্য একটি ফোরাম সরবরাহ করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কারণ যখন দেশগুলির অর্থনীতি বাণিজ্যের মাধ্যমে পরস্পর সংযুক্ত থাকে তখন তারা একে অপরের সাথে যুদ্ধে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে গণতন্ত্রের বিস্তার যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র একে অপরের সাথে যুদ্ধে নামবে না, তাই যদি আরও গণতন্ত্র হয় তবে আন্তঃরাষ্ট্রীয় যুদ্ধ কম ঘন ঘন ঘটবে উদারপন্থীরা বিশ্বাস করেন যে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি রাজ্যগুলির মধ্যে সহযোগিতায় মূল ভূমিকা পালন করে। সঠিক আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সাথে, এবং ক্রমবর্ধমান আন্তঃনির্ভরশীলতা (অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিনিময় সহ) রাষ্ট্রগুলির দ্বন্দ্ব হ্রাস করার সুযোগ রয়েছে।] আন্তঃনির্ভরতার তিনটি প্রধান উপাদান রয়েছে। রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক উপায়ে বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করে; রাজ্য থেকে রাষ্ট্রের মিথস্ক্রিয়ায় সুরক্ষা প্রাথমিক লক্ষ্য হতে পারে না; এবং সামরিক বাহিনী সাধারণত ব্যবহৃত হয় না।] উদারপন্থীরা আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে, আন্তর্জাতিক কূটনীতি রাষ্ট্রকে একে অপরের সাথে সৎভাবে যোগাযোগ করার এবং সমস্যার অহিংস সমাধানকে সমর্থন করার এক কার্যকর উপায় হতে পারে। যথাযথ প্রতিষ্ঠান এবং কূটনীতি নিয়ে লিবারালরা বিশ্বাস করেন যে রাজ্যগুলি সচ্ছলতা সর্বাধিকায়িত করতে এবং সংঘাতকে হ্রাস করতে একত্র হয়ে কাজ করতে পারে। লিবারেলিজম আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্বের অন্যতম প্রধান বিদ্যালয়। উদারপন্থাটি লাতিন স্বাধীনতা থেকে এসেছে যার অর্থ "মুক্ত", যা মূলত স্বাধীনতার দর্শনের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে।] এর শিকড়গুলি আলোকিতকরণে উদ্ভূত বিস্তৃত উদার চিন্তায় রয়েছে। কেন্দ্রীয় সমস্যাগুলি যেগুলি সমাধান করতে চায় সেগুলি হ'ল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্থায়ী শান্তি ও সহযোগিতা অর্জনের সমস্যা এবং তাদের অর্জনে অবদান রাখতে পারে এমন বিভিন্ন পদ্ধতি। উদারতাবাদের সমর্থকরা প্রায়শই সহযোগিতার মাধ্যমে গণতন্ত্রের বিস্তারকে বিশ্বাস করেন। উদারনীতি নৈতিক যুক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় যে ব্যক্তি, ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করা সরকারের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। ফলস্বরূপ, উদারপন্থীরা ন্যায়বিচারের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক বিল্ডিং ব্লক হিসাবে ব্যক্তির মঙ্গলকে জোর দেয়। রাজতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রের মতো অদৃশিত শক্তির দ্বারা চিহ্নিত একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার নাগরিকদের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে না। সুতরাং, উদারপন্থার মূল উদ্বেগ হ'ল রাজনৈতিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ও যাচাই করে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করে এমন প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তোলা। যদিও এটি ঘরোয়া রাজনীতির বিষয়, আইআর-এর ক্ষেত্র উদারপন্থীদের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিদেশে কোনও

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ ঘরে বসে স্বাধীনতার উপর শক্তিশালী প্রভাব ফেলতে পারে। উদারপন্থীরা বিশেষত সামরিকবাদী বিদেশী নীতিতে সমস্যায় পড়েছে। প্রাথমিক উদ্বেগ হ'ল যুদ্ধের জন্য সামরিক শক্তি গড়ে তোলা রাষ্ট্রের প্রয়োজন। এই শক্তি বিদেশী রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে তবে এটি তার নিজস্ব নাগরিকদের উপর অত্যাচার করার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। এই কারণেই, উদারপন্থায় নিহিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলি প্রায়শই সামরিক শক্তিকে সীমাবদ্ধ করে সামরিক বাহিনীর উপর বেসামরিক নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে। আঞ্চলিক সম্প্রসারণ বা সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ - যখন রাষ্ট্রগুলি বিদেশে অঞ্চল নিয়ে সাম্রাজ্য গড়ার চেষ্টা করে - উদারপন্থীদের জন্য বিশেষত বিরক্তিকর। জনগণের ব্যয়ে কেবল সম্প্রসারণবাদী যুদ্ধই রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করে না, এই যুদ্ধগুলির জন্য বিদেশী অঞ্চল এবং জনগণের সামরিক দখল ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতিও প্রয়োজন। দখল ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বড় বড় আমলাদের প্রয়োজন যা বিদেশী অঞ্চল দখলকে বজায় রাখা বা সম্প্রসারণে আগ্রহী। উদারপন্থীদের জন্য, তাই মূল সমস্যা হ'ল কীভাবে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিকাশ করা যায় যা রাষ্ট্রকে তার নাগরিকত্বের স্বতন্ত্র স্বাধীনতা নষ্ট না করে বিদেশী হুমকির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। উদার রাষ্ট্রগুলিতে ক্ষমতার প্রাথমিক প্রাতিষ্ঠানিক চেক হচ্ছে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন, যার মাধ্যমে জনগণ তাদের শাসকদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে পারে এবং সরকারের আচরণের একটি মৌলিক চেক সরবরাহ করে। রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা হ'ল বিভিন্ন শাখা এবং সরকারের স্তরের মধ্যে যেমন রাজনৈতিক ক্ষমতা বিভাজন - যেমন সংসদ / কংগ্রেস, একটি নির্বাহী এবং আইনী ব্যবস্থা। এটি পাওয়ার ব্যবহারে চেক এবং ব্যালেন্সের অনুমতি দেয়। গণতান্ত্রিক শান্তি তত্ত্ব সম্ভবত উদারনীতি আইআর তত্ত্বের সবচেয়ে শক্তিশালী অবদান। এটি জানিয়েছে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি একে অপরের সাথে যুদ্ধে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম এই ঘটনার জন্য একটি দুটি অংশ ব্যাখ্যা আছে। প্রথমত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি উপরে বর্ণিত হিসাবে ক্ষমতার অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্র একে অপরকে বৈধ ও অসৎ আচরণ হিসাবে দেখায় এবং তাই নন-ডেমোক্রেসিগুলির চেয়ে একে অপরের সাথে সহযোগিতার উচ্চতর ক্ষমতা রাখে।

উদার বিশ্ব ওয়ার্ল্ড অর্ডারটির পুরো বিবরণ পাওয়া যায় ড্যানিয়েল ডিউডনি এবং জি জন আইকেনবেরি (১৯৯৯) এর রচনায়, যারা তিনটি ইন্টারলকিংয়ের কারণ বর্ণনা করেছেন:

প্রথমত, আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তিগুলির সাথে আন্তর্জাতিক সংস্থা তৈরি করা হয় যাতে একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা তৈরি হয় যা ন্যায়বিচারের একটিরও ছাড়িয়ে যায় এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রত্নতাত্ত্বিক উদাহরণটি জাতিসংঘ, যা সাধারণ লক্ষ্যে (যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রশ্রয় সাধনের জন্য) সংস্থান করে, শত্রু এবং বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে একইভাবে অবিচ্ছিন্ন কূটনীতি জোগায় এবং সমস্ত সদস্য দেশকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি আওয়াজ দেয়।

দ্বিতীয়ত, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং বিশ্বব্যাংকের মতো শক্তিশালী উদারবাদী রাষ্ট্রসমূহ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির প্রচেষ্টার মাধ্যমে মুক্ত বাণিজ্য ও পুঁজিবাদের প্রসার একটি উন্মুক্ত, বাজার ভিত্তিক, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করে। এই পরিস্থিতি পারস্পরিক উপকারী যেমন রাজ্যগুলির মধ্যে উচ্চ স্তরের বাণিজ্য দ্বন্দ্ব হ্রাস করে এবং যুদ্ধের সম্ভাবনা কম হয়ে যায়, যেহেতু যুদ্ধটি ব্যবসায়ের সুবিধাগুলি (লাভ) ব্যাহত করে বা বাতিল করে দেয়। যেহেতু ব্যাপক বাণিজ্য সম্পর্কযুক্ত রাষ্ট্রগুলি শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে জোরালোভাবে উত্সাহিত করা হয়। এই গণনা দ্বারা, যুদ্ধ লাভজনক নয়, রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকারক।

উদার আন্তর্জাতিক আদেশের তৃতীয় উপাদান হ'ল আন্তর্জাতিক রীতিনীতি। উদারনীতিগুলি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, মানবাধিকার, গণতন্ত্র এবং আইনের শাসনের পক্ষে। কোনও রাষ্ট্র যখন এই নিয়মগুলির বিপরীতে পদক্ষেপ নেয়, তখন তারা বিভিন্ন ধরণের ব্যয় সাপেক্ষে। যাইহোক, বিশ্বজুড়ে মূল্যবোধের বিস্তৃত পরিবর্তনের কারণে আন্তর্জাতিক নিয়মগুলি প্রায়শই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়। তবুও, উদারনীতিগুলি লঙ্ঘন করার জন্য বিভিন্ন খরচ রয়েছে। খরচ সরাসরি এবং তাত্ক্ষণিক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮৯ সালে গণতন্ত্রপন্থী বিক্ষোভকারীদের সহিংস দমন করার পরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন চীনকে অস্ত্র বিক্রির নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। এই নিষেধাজ্ঞা আজও অব্যাহত রয়েছে। ব্যয়গুলিও কম সরাসরি হতে পারে তবে সমান হিসাবে তাত্পর্যপূর্ণও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণের পরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বব্যাপী উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে কারণ আগ্রাসনটি একতরফাভাবে (জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বাইরে) একটি পদক্ষেপে বহন করা হয়েছিল যা ব্যাপকভাবে অবৈধ বলে বিবেচিত হয়েছিল।

জটিল আন্তঃনির্ভরতা তত্ত্ব/ COMPLEX INTERDEPENDENCE THEORY (A MAJOR LIBERAL THOUGHT)

'কমপ্লেক্স আন্তঃনির্ভরতা' মডেলটি রবার্ট ও কেওহান এবং জোসেফ এস নাই দ্বারা 1970 এর দশকের শেষদিকে তৈরি করেছিলেন। এটি প্রচলিত এবং কাঠামোগত বাস্তববাদের মৌলিক অনুমানের পক্ষে একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল যা রাষ্ট্রীয় আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য সামরিক এবং অর্থনৈতিক সামর্থ্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। বিপরীতে জটিল আন্তঃনির্ভরতা রাষ্ট্রের বাইরে ট্রান্সন্যাশনাল অভিনেতাদের উত্থানের বিষয়টি তুলে ধরেছে। ফোকাস হ'ল আন্তর্জাতিক সরকার ও সংস্থার উত্থান যা সামরিক সামর্থ্য এবং স্থিতি এবং সুরক্ষার সমস্যার তুলনায় বৈদেশিক নীতি বিষয়ক কল্যাণ ও বাণিজ্যের নতুন গুরুত্বকে ক্ষতিপূরণ দেয়। জটিল আন্তঃনির্ভরতা প্রকৃতপক্ষে নিওলিবারেল দৃষ্টিভঙ্গির একটি কেন্দ্রীয় উপাদান হয়ে উঠেছে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষণে অরাজকতা ও নির্ভরতার শর্তে একে অপরের সাথে সহযোগী জোটে প্রবেশের ইচ্ছাকে বোঝার প্রয়াসকে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা (আইও/IO) এবং বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির (এমএনসি/MNC) ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের উপর জোর দেওয়ার সময়, এই তত্ত্বটি বর্তমানে বিশ্বায়ন হিসাবে পরিচিত যা প্রত্যাশা করেছিল বলে মনে করা হয়। কেওহান এবং নাই যুক্তি দিয়েছিলেন যে পরস্পরের নির্ভরতার যুগে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি বদলে গেছে এবং বিশ্ব সকল ক্ষেত্রে বিশেষত অর্থনীতিতে আরও পরস্পরের নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। এই তত্ত্বটি বাস্তববাদী এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গিকে সংশ্লেষিত করার চেষ্টা করেছিল। এটি পুরোপুরি বাস্তবতাকে প্রত্যাখ্যান করে নি বরং উদ্বেগ উত্থাপন করেছিল যে সময়ে সময়ে এমন কিছু পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়েছিল যেখানে বাস্তববাদীদের অনুমান / ব্যাখ্যা যথেষ্ট ছিল না।

কমপ্লেক্স আন্তঃনির্ভরতার মূল বৈশিষ্ট্য রবার্ট ও কেওহান এবং জোসেফ এস নাই তাদের বই 'পাওয়ার ও আন্তঃনির্ভরতা: বিশ্ব রাজনীতিতে রূপান্তর' গ্রন্থে জটিল আন্তঃনির্ভরতার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন: -

1-*একাধিক চ্যানেল আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে-* বিভিন্ন আন্তঃরাষ্ট্রীয়, ট্রান্সজিওশনাল এবং ট্রান্সন্যাশনাল লেনদেন সহ সমিতিগুলিকে সংযুক্ত করার জন্য একাধিক চ্যানেল রয়েছে। এটি

বাস্তবতন্ত্রের একক রাষ্ট্র অনুমানের বিরোধী। আন্তঃনির্ভরতার এই জটিল বিশ্বে সরকারী উচ্চবিত্তদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগই সংযোগকারী সমাজগুলির উত্স নয়, বেসরকারী অভিজাত এবং ট্রান্সন্যাশনাল সংস্থার মধ্যে অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক আরও বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলি এবং ব্যাংকগুলির আন্তঃদেশীয় সম্পর্কের পাশাপাশি গার্হস্থ্য সম্পর্কের উপর দুর্দান্ত প্রভাব ফেলে। এই অভিনেতারা, তাদের নিজস্ব স্বার্থ অনুসরণের পাশাপাশি, "বিভিন্ন দেশে সরকারী নীতিগুলি একে অপরের প্রতি সংবেদনশীল করে তুলেছে" সংক্রমণ বেল্ট হিসাবেও কাজ করে। "(কেওহান এবং নাই, 1977: 26)

2-*ইস্যুগুলির মধ্যে শ্রেণিবিন্যাসের উপস্থিতি:* জটিল আন্তঃনির্ভরতার জগতে, বিষয়গুলির মধ্যে কোনও শ্রেণিবদ্ধতা নেই। দেশীয় ও বৈদেশিক নীতির মধ্যে বিভাজন রেখাটি ঝাপসা হয়ে যায় এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের কোনও সুস্পষ্ট এজেন্ডা নেই। এখানে একাধিক সমস্যা রয়েছে যা পরিষ্কার বা ধারাবাহিক শ্রেণিবিন্যাসে সজ্জিত নয়। অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে, "সামরিক নিরাপত্তা ধারাবাহিকভাবে কার্যতালিকার উপর প্রভাব ফেলতে পারে না।" (কেওহানে ও নাই, 1977: 25) বিদেশ বিষয়ক এজেন্ডাগুলি এখন আরও বেশি বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। বাস্তববাদীদের ধারণা অনুধাবনের বিপরীতে যেখানে সুরক্ষা সবসময়ই রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, জটিল আন্তঃনির্ভরতায় যে কোনও ইস্যু ক্ষেত্রটি যে কোনও নির্দিষ্ট সময়ে আন্তর্জাতিক কার্যতালিকার শীর্ষে থাকতে পারে।

৩. *সামরিক বাহিনীর গৌণ ভূমিকা* - বাস্তবের বিশ্বের যে শক্তি দেওয়া হয় সেই কেন্দ্রীয় ভূমিকার বিপরীতে, অর্থাৎ বেঁচে থাকার গ্যারান্টি দেওয়ার চূড়ান্ত প্রয়োজনীয়তা, জটিল আন্তঃনির্ভরতা ধরে নিয়েছে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক শক্তি কম স্বল্পতার। যখন জটিল আন্তঃনির্ভরতা বিরাজ করে, জোটের সদস্যদের মধ্যে অর্থনৈতিক ইস্যুতে মতবিরোধের সমাধানে সামরিক বাহিনী অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে, তবে একই সাথে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্লকের সাথে জোটের রাজনৈতিক এবং সামরিক সম্পর্কের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কেওহান এবং নাইয়ের মতে, পারস্পরিক প্রভাবের তীব্র সম্পর্ক থাকতে পারে তবে শক্তিটিকে অন্য লক্ষ্য অর্জনের উপযুক্ত উপায় হিসাবে বিবেচনা করা হয় না যেমন অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত কল্যাণ যা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সামরিক শক্তির প্রভাব অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং অনিশ্চিত। । (কেওহানে ও নাই, 1977: 28)

নব্য উদারতাবাদ/ NEO LIBERALISM

বেশিরভাগ উদারবৃত্তি বৃত্তির উপর আজ কেন্দ্রীভূত হয় যে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি রাষ্ট্রগুলিকে আন্তর্জাতিক চুক্তি থেকে বাঁচতে উত্সাহটি কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে সহযোগিতা জাগিয়ে তোলে। এই ধরণের পাণ্ডিত্যকে সাধারণত 'নিওলিবারেল প্রাতিষ্ঠানিকতা' হিসাবে উল্লেখ করা হয় - প্রায়শই কেবলমাত্র 'নিওলিবারেলিজম' এর কাছে সংক্ষিপ্ত করা হয়। এটি প্রায়শই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে কারণ নব্য-উদারনীতি আইআর তত্ত্বের বাইরেও এই শব্দটি নিয়ন্ত্রণ, বেসরকারীকরণ, স্বল্প কর, কঠোরতা (জনসাধারণের ব্যয় কাট) এবং মুক্ত বাণিজ্যের একটি বিস্তৃত অর্থনৈতিক আদর্শকে বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয় আইআর-এর অভ্যন্তরে নিওলিবারেলিজমের মূল কথাটি প্রয়োগ করা হয়, তারা যদি একে অপরকে তাদের চুক্তি অনুসারে বিশ্বাস রাখে তবে তারা সহযোগিতা থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হতে পারে। কোনও রাষ্ট্র প্রতারণা এবং শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে এমন পরিস্থিতিতে, বিচ্ছিন্নতার

সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, যখন কোনও তৃতীয় পক্ষ (যেমন একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক সংস্থা) একটি চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে এবং উভয় পক্ষকে তথ্য সরবরাহ করতে সক্ষম হয়, ত্রুটির উত্সাহটি হ্রাস পায় এবং উভয় পক্ষই সহযোগিতা করতে প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। এই ক্ষেত্রে, চুক্তির সমস্ত স্বাক্ষরকারীরা পরম লাভ থেকে উপকৃত হতে পারে। নিখরচায় লাভগুলি সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের কল্যাণে সাধারণ বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে - প্রত্যেকেই কিছুটা হলেও কিছুটা হলেও সুবিধা হয় যদিও প্রয়োজনীয়ভাবে সমানভাবে হয় না। উদার তাত্ত্বিকরা যুক্তি দেখান যে রাষ্ট্রগুলি আপেক্ষিক লাভের চেয়ে নিখুঁত লাভ সম্পর্কে বেশি যত্ন করে। আপেক্ষিক লাভগুলি, যা বাস্তববাদী বিবরণগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, এমন পরিস্থিতি বর্ণনা করে যেখানে একটি রাষ্ট্র অন্য রাজ্যের তুলনায় কল্যাণ বৃদ্ধির পরিমাপ করে এবং প্রতিযোগীকে আরও শক্তিশালী করে তোলে এমন কোনও চুক্তি থেকে বিরত থাকতে পারে। পরম লাভের আরও আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির মাধ্যমে এর অস্তিত্বের প্রমাণ সরবরাহ করে উদারপন্থীরা এমন একটি বিশ্ব দেখেন যেখানে রাজ্যগুলি যে কোনও চুক্তিতে সহযোগিতা করবে যেখানে সমৃদ্ধির যে কোনও সম্ভাবনা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উপসংহার: উদারপন্থার মূল যুক্তি হ'ল অনাদশহীন সহিংস শক্তির ঘনত্ব ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য মৌলিক হুমকি এবং এটিকে অবশ্যই সংযত করা উচিত। ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক মাধ্যম হ'ল দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় স্তরের প্রতিষ্ঠান এবং নিয়ম। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংস্থা ও সংস্থাগুলি সহযোগিতা বাড়িয়ে এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘনকারী রাষ্ট্রগুলিতে ব্যয় আরোপের জন্য একটি উপায় সরবরাহ করে রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে। অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি অর্থনৈতিক আন্তঃনির্ভরতা থেকে প্রাপ্ত প্রচুর বেনিফিটের কারণে সহযোগিতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকর। অবশেষে, উদারনীতিগুলি কী ধরণের আচরণের পক্ষে উপযুক্ত তা বোঝার জন্য আকার প্রয়োগ করে শক্তি ব্যবহারে আরও সীমাবদ্ধতা যুক্ত করে। আজ, এটি স্পষ্ট যে উদারপন্থা একটি শান্তির এবং সুখের স্বপ্নের জগতকে বর্ণনা করে এমন একটি 'ইউটোপিয়ান' তত্ত্ব নয় যেহেতু এটি একবার ছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। এটি বাস্তবতাকে ধারাবাহিকভাবে পুনরায় সংযোজন করে, প্রমাণের সাথে বদ্ধমূল এবং একটি গভীর তাত্ত্বিক tradition দেয়।